প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক :

প্রহসনের নায়ক নবকুমারের আসবাবপূর্ণ গৃহে দৃশ্যটির সূচনা। নবকুমার কলেজীয় বিদ্যায় কেতাদুরস্ত, তার উপর যুগের প্রভাবও ক্রিয়াশীল। কুসংস্কারমুক্ত আধুনিক যুবকরূপে সে প্রাচীন ধর্ম, পিতৃপিতামহের প্রাচীন রীতি-নীতি পরিত্যাগ করতে চায়। কলকাতার উঠতি বাবুসমাজের সে প্রতিনিধি। মদ্যপান, দেশীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়াই তার কাজ। তা ছাড়া সে নিষিদ্ধ পল্লীতেও যায় গণিকাসক্তির জন্য এবং এ ব্যাপারে তার সাগরেদ হল বাঁশবেড়ের কালীনাথ ঘোষ যে মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক কাজকর্মে জড়িত। এই কুকর্ম করার জন্য

তারা সিকদারপাড়ার গলিতে "জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা" নামে একটি সভা স্থাপন করেছে। দৃশ্যটির সূচনা নবকুমার ও কালীনাথের সংলাপের মাধ্যমে। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল যে, নবকুমারের পিতা কর্তামশায় দীর্ঘদিন পরে বৃন্দাবন থেকে কলকাতায় প্রত্যাগমন করেছেন। ফলে নবকুমারের পক্ষে এখন বাড়ির বাইরে যাওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না। অথচ নবকুমার সভার চেয়ারম্যান বলে সে না গেলে অন্যান্য সভ্যরা টাকাকড়ির ব্যাপারে অসুবিধায় পড়বে। সেইজন্য কালীনাথ নবকুমারকে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু তার জন্য কর্তামশায়ের অনুমতি চাই। পিতার উপস্থিতিতে ও কড়া নজরে নববাবু বেশ ক্ষুব্ধ; সে সভাটিকে 'এবলিশ' করতে চাইলে কালীনাথ মুষড়ে পড়ে। সে মনে মনে কর্তামশায়ের মুণ্ডপাত করতে থাকে এবং সভার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে নবকুমারকে সভা টিকিয়ে রাখার জন্য বলে। তার গলা শুকিয়ে গেলে নবকুমার চাকর বোদেকে সাবধানে ব্র্যান্ডি আর গ্লাস আনতে বলে। কালীনাথ এক নিঃশ্বাসে বোতল নিঃশেষ করে কর্তামশায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে নবকুমার শঙ্কিত হয়। কেননা, কালীনাথ বেশ বেসামাল ও উল্টোপাল্টা কথাবার্তা বলে। নবকুমার কালীনাথকে বলে সে যেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবরূপে তার পরিচয় দেয় এবং 'শ্রীমদ্ভাগবত' ও জয়দেবের 'গীতগো- বিন্দের' নাম উল্লেখ করতে বলে। ইতিমধ্যে কর্তামশায় প্রবেশ করলে নবকুমারের নির্দেশ মতো কালীনাথ তাঁকে প্রণাম করে। কালীনাথ তার পিতৃব্য কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের নামোল্লেখ করলে কর্তা প্রসন্ন হন। সে নবকুমারকে বাইরে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং জানায় কলেজীয় শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন যুবক 'সংস্কৃতবিদ্যার আলোচনা' ও 'ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলনে'র জন্য একটি সভা স্থাপন করেছে। কালীনাথকে নানা প্রশ্ন করায় সে এমন উত্তর দেয় যে কর্তামশায়ের সন্দেহ জাগে এবং তিনি নবকুমারকে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায়' গমনের অনুমতি দিলেও সহচর বৈষ্ণববাবাজীকে খোঁজখবর নিতে পাঠান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক :

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কের সম্পূর্ণ দৃশ্যটিই অনুষ্ঠিত হয়েছে সিকদার পাড়ার গলিতে। কর্তামশাই-এর প্রেরিত বৈষ্ণববাবাজী সিকদার পাড়ার গলিতে এলেও নববাবুদের সভাভবন খুঁজে পাননি; তার পরিবর্তে তিনি দেখেছেন বারবিলাসিনীদের প্রমোদকুটির। দৃশ্যটিতে গলির অনুপুঙ্খ বর্ণনা না থাকলেও আবর্জনার স্তূপ, ময়লা জল, ফেরিওয়ালাদের উৎপাত থেকে গলির অবস্থা বোঝা যায়। বাবাজী পরিবেশ দেখে গলির স্বরূপ বুঝতে পারেন। তিনি কোনোক্রমে শুচিতা বাঁচিয়ে গণিকালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। নানাশ্রেণির ব্যবসায়ী, মুটে, পুলিশ, চৌকিদার, যন্ত্রী, খেমটাওয়ালী, গণিকা ও তথাকথিত বাবুসমাজের সহাবস্থানে গলিটি মধুসূদনের বর্ণনাগুণে সজীব হয়ে উঠেছে।

'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র খোঁজ করতে গেলে জনৈক বারবনিতার অশালীন মন্তব্য শুনতে হয়। এমনকি একজন কৌতুক করে চৌকিদারকে ডাকতে পাঠায়। অবশেষে এক ভদ্রবেশী মাতাল বাবাজীকে নিয়ে পড়লেন। বৈষ্ণবের ফোঁটা কাটা মূর্তি দেখে রসিকতা করতে লাগলেন। রূপোপজীবিনীর দিকে দৃষ্টি পড়াতে তিনিও মুগ্ধ হয়ে পড়লেন, অথচ মুখে 'হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' জপ করতে থাকেন। থাকি ও বামা নাম্নী দুই বারবনিতার সংলাপে তাদের বেদনা, ক্ষোভ, নষ্টামির পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণববাবাজীকে দেখে একজন মেয়েলি রসিকতা শুরু করলে

তিনি তাকে 'জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা'র নাম জিজ্ঞেস করেন। এমন সময় তিনি মেয়েদের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করলেও পাহারাদার সার্জেন্ট ও চৌকিদারের হাতে ধরা পড়লেন। সার্জেন্টের প্রশ্নের জবাবে তিনি আমতা আমতা করতে লাগলেন। সার্জেন্ট তাঁকে থানায় নিয়ে যেতে উদ্যত হলে তিনি টাকা দিয়ে ছাড়া পেলেন। এমন সময়ে দুজন মুটে প্রবেশ করলে তাদের দুর্গন্ধে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। এরপর বেলফুল, বরফ, যন্ত্রিগণ, দুজন বারবিলাসিনী নিতম্বিনী ও পয়োধরী প্রবেশ করলে তাদের কথায় কালীনাথের ব্র্যান্ডি পানের কথা উল্লেখিত হল। এতক্ষণে বাবাজীর যথার্থ জ্ঞানোদয় হলে তিনি সর্বনাশের গুরুত্ব অনুভব করলেন। সিকদার পাড়ার গলিতে সবশেষে নবকুমার ও কালীনাথ প্রবেশ করলো। নবকুমার বাবাজীকে দেখে ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। কিভাবে বাবাজীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তা ভাবতে লাগলো। ভিন্ন ধাতের মানুষ কালীনাথ বাবাজীকে ধরে এনে ফাউল-কাটলেট, মাটন চপ ইত্যাদি খাওয়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বাবাজী জানালেন যে, তিনি এই পথেই যাচ্ছিলেন, তাই তাঁদের সভাভবনটি দেখার ইচ্ছে হয়েছিল। নবকুমার তাঁকে ভিতরে যাবার অনুরোধ করলে অন্য কাজ আছে বলে বৈষ্ণববাবাজী প্রস্থান করলেন। নবকুমার বেশ বিচলিত হলেও এসব লোকের টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং নাটকের পরবর্তী ঘটনাধারা দেখে মনে হয় সে সফলও হয়েছে।